SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবতগীতা অনুসারে জীবন্মুক্তি ও ক্রমমুক্তির স্বরূপ বিচার

ডঃ সুস্মিতা মিস্ত্রী

সারসংক্ষেপ

অদ্বৈত শাস্ত্রকে উত্তর মীমাংসা দর্শন বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ অদ্বৈত শাস্ত্র বেদের জ্ঞান কান্ডকে নির্ভর করিয়া পরিবর্ধিত হইয়াছে। যদিও বৈদিক যুগে উপনিষদের অভাবনীয় প্রতিপত্তি থাকিলেও পরবর্তীকালে উপনিষদের আলোচনা অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সম্ভবত তাহার একটি বিশেষ কারণ হিসাবে বাদরায়ণ রচিত ব্রহ্মসূত্রে বেদান্ত পাঠে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের মনোনিবেশকেই চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। তথাপি ষড়দর্শনের যুগে তাহাদের একটি বিশেষ মর্যাদায় আপ্তবচন হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থনে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্য প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য প্রবর্তিত দ্বৈতবাদের আলোচ নায় উপনিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কর্মকান্ড হইতে পৃথক করিবার নিমিত্তই উপনিষদকে পরাবিদ্যা বলা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে যে দশ প্রধান ব্রহ্মবাদী উপনিষদ বিদ্যমান এবং যে দশটি উপনিষদের উপর আচার্য শঙ্কর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন সেই উপনিষদসমূহে প্রতিপাদ্য মোক্ষের সাধন বিষয়ক বিচার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত গ্রন্থসমূহে যে রূপে প্রতিপাদিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেইসকল বিষয়ই এইস্থলে বিচারিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ উল্লেখ্য যে, বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদকে আশ্রয় করিয়া উপনিষদ্ গুলির আত্মপ্রকাশ। বেদের সংহিতা অংশে তাহার প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং আরণ্যক অংশে তাহার পরিবর্ধন হইয়াছিল। বেদের যে ভাগে যাগাদি কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে উপনিষদকে পৃথক করিবার জন্যই তাহাকে কর্মকান্ড বলিয়া সূচিত করিয়া উপনিষদকে হইয়াছে। মোক্ষের সাধন রূপে জ্ঞানমার্গকেই অবলম্বন করা হইয়া থাকে। জ্ঞানকাণ্ড বলা

এইস্থলে উল্লেখ্য যে, 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার চিন্তার দ্বারা যদি জীব ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট থাকে, এবং অভেদ জ্ঞানটি আরোপিত হয় মাত্র তবে অহংগ্রোহপাসনা আবার অপর এক উপাসনা সম্পদুপাসনারই অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর যদি উহা প্রমাণমূলক অর্থাৎ শ্রবণ-মনন জনিত হইয়া থাকে, তবে নিদিধ্যাসন পদবাচ্য হইবে, ব্রহ্মবিষয়ক অহংগ্রহ উপাসনা সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য হইল, উহাদের সবগুলিই প্রত্যেকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে, যে কোনোওটি শ্রদ্ধাসহকারে

গ্রহণ করিয়া উহাতে নিরত থাকিলে ব্রহ্মলোকগমন ও ক্রমমুক্তিরূপে একই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদিও ক্রমমুক্তির উপায়ীভূত এইসকল উপাসনা তথা ভক্তি অদ্বৈতানুভূতিতে পরিণত না হইয়া, শ্রবণাদির সাহায্য না লইয়া, স্বতঃই জীবন্মুক্তি প্রদানে অসমর্থ।